R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকাজে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২১শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৫ সাল। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ৯০ ভাগ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, মৃত ৩

জঙ্গিপুর : গত ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ৯০% মানুষ বন্যায় কবলে। মৃতের সংখ্যা তিন। মিঠিপুর, গিয়িয়া, সেকেন্দ্রা, বড়শিমূল, তেঘরী-১ ও ২ এবং সেখালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় সম্পুর্ণ জলের তলায়। বিপন্ন মানুষ গৃহহীন। হাঁস মুরগী গবাদিপশু বন্যার তোড়ে ভেসে যাওয়ায় হাজার হাজার মানুষ সর্বহারা। দূরদর্শন ও রেডিওর সংবাদে ত্রাণের কথা প্রচারিত হলেও বাস্তবে কোন ব্যবস্থাই হয়নি। দুর্গত অঞ্চল থেকে সরকারী উদ্যোগে বন্যার্তদের নিরাপদ স্থানে আনার বা ক্যাম্প করে দেওয়া কিছুই নাকি এখানে হয়নি। বেসরকারী উদ্যোগে কিছু কিছু ত্রাণ কাজ চলছে। বি ডি ও এবং এস ডি ও দুর্গত অঞ্চল দেখে এসে প্রতিশ্রুতি দিলেও ত্রাণের ব্যবস্থা আজও করে উঠতে পারেননি। এ বছর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি সি পি এমের দখলে। কিন্তু তাতেও অবস্থার কোন হেরফের চোখে পড়ছে না। কোন সরকারী বা রাজনৈতিক কর্মীকে দুর্গতদের পাশে দেখা যাচ্ছে না। আসলে সমিতির ভাঁড়ারে মজুত খাদ্যদ্রব্য না থাকায় এবং নতুন করে সাহায্য এসে না পৌঁছানোয় কোন কিছু করে উঠা সম্ভব হচ্ছে না। সি পি এম দল থেকেও বন্যার ভয়াবহতা প্রচার করা হচ্ছে না। কেননা সেক্ষেত্রে তাঁদের অক্ষমতা প্রকট হয়ে পড়বে। তবে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে সব গ্রামসভাগুলিতে দৈনিক সভা হচ্ছে ও দুর্গতদের তালিকা তৈরী হচ্ছে। যাতে সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলেই সেই সাহায্য দ্রুত বিলি করা সম্ভব হয়। সেখালীপুরের ফজলুর রহমানের বৃদ্ধা মা ঘরের প্রাচীর চাপা পড়ে মারা গেছেন। কৃষ্ণখাইল গ্রামে মহঃ এরফান নামে একটি বালক এবং চরশিবপুরে আর একজন কিশোর (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাসপাতালের উন্নতিতে এস ডি এম ও-র প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে নতুন এস ডি, এম, ও যোগ দেওয়ার পর তাঁর কাজকর্ম সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ডাক্তারের অভাব প্রায় দূর হয়েছে। নতুন নতুন ডাক্তার আসছেন। যে সব যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে তা আনবার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে জানা যায়। এমনকি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে শোনা যাচ্ছে অপারেশনের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় অজ্ঞান করার যন্ত্রটি অরঙ্গাবাদের দাস কোম্পানীর মালিকদের কাছ থেকে দান হিসাবে পাবার ব্যাপারে তিনি নাকি সার্থক হতে চলেছেন। তাঁর চাপে সবক্ষেত্রেই আর রোগীকে বহরমপুর পাঠানো হচ্ছে না। যতদূর সম্ভব অপারেশন এখানেই করা হচ্ছে। হাসপাতাল চত্বরে শৃঙ্খলা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। অবশ্য তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টায় যে বাধা একেবারে আসছে না তা নয়। পূর্বে যাঁরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নানান সুযোগ নিয়ে আসছিলেন তাঁরা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখছেন না এবং সুকৌশলে নানা বাধার সৃষ্টি করছেন। এতদিন ধরে যে চক্র হাসপাতালের সব কাজে (শেষ পৃষ্ঠায়)

কলেজের সঙ্কট কাটলো

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা ও অধ্যক্ষের পদ পূরণের সমস্যায় ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে গভীর দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল। অস্থায়ী অধ্যক্ষ কালিদাস চট্টোপাধ্যায় স্বাস্থ্যের কারণে অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করলে অধ্যাপক মহলের কেউই ওই দায়িত্ব নিতে চান না। এ ঘটনায় কলেজে অচলাবস্থা দেখা দেয়। অন্যদিকে ছাত্র ভর্ত্তির ব্যাপারে মর্ণিং শিফট চালু করতে কলেজ গভর্নিং বডি রাজি না হওয়ায় স্থানীয় ছাত্ররা ভর্ত্তির সুযোগ না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অনেকে বাধ্য হয়ে অরঙ্গাবাদ কলেজে ভর্ত্তি হয়। এসব সমস্যা থেকে কলেজকে মুক্ত করতে অধ্যাপক, কলেজ পরিচালন কমিটি ও শহরের শিক্ষা দরদী মানুষেরা আলাপ আলোচনা চালাতে থাকেন। অবশেষে অধ্যাপক বিমলেন্দু দেকে অধ্যক্ষের পদে কাজ করানোই সম্মত করা হয়। এদিকে ছাত্র সংসদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলাকালে তাদের চাপে কলেজ (শেষ পৃষ্ঠায়)

সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করার সাহস পায় কোথা থেকে

ধুলিয়ান : দিঘড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর বহু দুর্নীতির সংবাদ জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশ হওয়ার পর গত ২৪ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার এ, আর, সি, এস তাঁর মেমো নং ৩০৮১/১৫২৩/৬০ এবং ৩০৮৫/১/৪ এ সম্পাদক ও ম্যানেজারকে শোকজ করা সত্ত্বেও তাঁরা কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। এমনকি সরকারী আদেশ (সারকুলার নং ১০৩৭) অগ্রাহ্য করে ম্যানেজারকে কমনক্যাডার অনুযায়ী ২৫০ টাঃ বেতনের স্থলে ৭৬০ টাঃ করে এখনও দিয়ে চলেছেন। অন্যদিকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে ভাদ্র বুধবার ১৩৯৫ সাল

সংবাদপত্র শায়েস্তা বিল

সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী পক্ষের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ লইয়া নূতন মানহানি বিলটি পাশ করাইয়া লইলেন। বিলটি লোকসভায় উত্থাপন হইতে পাশ করা পর্য্যন্ত যে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল তাহাতে সহজেই বোঝা যায় এই নয়া বিলটি যেনতেন পাশ করাইয়া লওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য। এই বিলের মাধ্যমে সরকার সংবাদপত্রের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তাহার কণ্ঠরোধে বদ্ধ-পরিকর। প্রাক স্বাধীনতা যুগে বৃটিশ সরকার এইভাবে সংবাদপত্রকে শায়েস্তা করিতে ১৭৯৯ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত অন্ততপক্ষে ১৩টি দমনমূলক আইন তৈয়ারী করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্বভাবতই সকলে ভাবিয়াছিলেন এইবার এই অবস্থা পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ১৯৫৭ সালে পুরাতন আইনগুলি বাতিল হইল বটে কিন্তু প্রেস কাউন্সিল গঠন করিয়া কার্য্যত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সরকারী খবরদারীর ব্যবস্থা কায়েম করা হইল। জরুরী অবস্থার সময়ে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী প্রেস সেন্সারশিপ চালু করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে কাড়িয়া লইলেন। অবশ্য পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহারই ফলশ্রুতি তাঁহার ও তাঁহার দলের ভরাডুবি। জনতা আমলে এই আইনটি বাতিল করা হয়। কিন্তু জনতা সরকারের আমলেই আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মানহানি সংক্রান্ত নূতন আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হয়। অবশ্য তারপর বহু জল গড়াইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ বর্তমান রাজীব সরকার সংবাদপত্রে তাঁর দলের কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সৎ সাংবাদিকতার অজুহাতে তাঁহারা নূতন করিয়া মানহানির বিল উত্থাপন করিলেন। এই মানহানি বিলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ধারাটি হইল মাত্রাতিরিক্ত শাস্তির বিধান এবং অভিযুক্তকেই প্রমাণ করিতে হইবে তিনি জনস্বার্থ রক্ষার্থে যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্য। বাস্তব ক্ষেত্রে এই তথ্য প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে মন্ত্রী বা কোন জননেতা কোন অন্যায় করিলেও তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। সে কারণেই ভারতের সকল সংবাদ পত্র সাংবাদিক গোষ্ঠী গত ৬ সেপ্টেম্বর সারা দেশব্যাপী সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ ও লোকসভা, বিধানসভা, রাজ্যসভা বয়কট করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের দাবী অবিলম্বে এই কালাকানুনটি প্রত্যাহার করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আমরাও সকল সংবাদপত্রের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া এই ঘৃণ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছি এবং সরকারের এই ঘৃণ্য মনোভাবের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাইতেছি।

আবোল-তাবোল

প্রাতের পীড়া

প্রত্যহ প্রভাতে বাজারের নামে সুসঘুসে জ্বর আসে। থলে হাতে তুলিতে, বাহিরে পা দিতে বুকের ভিতর কাঁপুনি। আজ আবার কাহার দয় কোথায় চড়িয়া আছে, কে জানে! গিন্নির মুখঝামটা সহযোগে চায়ের পাট সাঙ্গ করিয়া আর এক ধমকানিতে পথের উপর ছিটকাইয়া পড়ি। উপায় নাই—সবজির ঝুড়িতে দুইটি আলু, দেড়খানি পিঁয়াজ। পথের উপর হইতেই মুখ ফিরাইয়া শুধাই, 'কী আনতে হুকুম?' উত্তর আসে, 'আমার মুণ্ডু আর মাথা!' মনে মনে বলি—তথাস্তু, কিন্তু ঘণ্টটি উপাদেয় হইবে না। কোনদিনই ভন্তির মা আমার বাজার পছন্দ করিল না, আমি নাকি সস্তা খুঁজি। খুঁজিই তো, পাই কোথা?

পেশায় মাষ্টার, বেতন সহস্রাধিক—বড় কম নয়। দুখের বিষয় বাম হাতে উপরি আসে না। একবার ক্লাশে বলিয়াছিলাম, 'আমার কাছে টিউশান না নিলে ফেল করিয়ে দেব!' সকলে মৃদু হাসিয়াছিল, সম্ভবতঃ মনে মনে বলিয়াছিল, তোমার দৌড় জানা আছে মাষ্ট'র। অতএব পাঁচদিন নিরামিষ। একদিন হংসবীজ. রাববার জেনুইন আমিষগন্ধ—পুঁটি কিংবা তেলাপিয়া। ইদানীং তাহারও রসস্বাদন সম্ভবতঃ বাবুরাও করিতেছেন। আট-দশ হইতে লম্ফ দিয়া পুঁটি আঠার, তেলাপিয়াও কুড়ি। রু'য়ের বাচ্চার সহিত তফাৎ নাই। কুচো চিংড়িও কৌলীন্যে প্রোমশান পাইয়া ধরাছোঁয়ার বাহিরে। আমাদেরই প্রোমশান হইল না। ঢুকিয়াছিলাম অ্যাসিসট্যান্ট টিচার হইয়া, ইহকালে আর টিচার হইতে পারিব না। হংসবীজ একখণ্ড একটাকা। তাহাই পিঁয়াজ দিয়া বাড়াইয়া ভর্জনান্তে আলুর তরকারী। আলুকে ম্যানেজ করিতে পা'রলেও পিঁয়াজের ধক্কা সামলানো গেল না। হংসবীজের পয়সা বাঁচিয়া গেল। সপরিবারে বিধবা। টাটকা সবজিতে অধিকার নাই। শুকনা—বাসি মালে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল। কিন্তু দশ পয়সায় কাঁচালংকা চাহিয়া পসারিনীর নিকট গিন্নির সুরে ধমক খাইলাম, বড় মধুর বাজিল। বাঙালি মধ্যবিত্তের চরিত্র টুকুই সম্বল, অতি কষ্টে আগল দিয়া মুদিখানায় চোরের মত দাঁড়াইলাম। এতদৃশ ফালতু পার্টির দিকে মুদি মহাশয় ফিরিয়াও তাকান না। এক কর্মচারী শুধাইল 'হেঃ, কি লিবেন?' রেপসিড কিছুটা ছিল, বলিলাম, 'সামান্য জিরেধনে।' কয়েক মাস পূর্বের জিরা ২০/২২ হইতে দ্বিগুণ লাফ দিয়াছে। চল্লিশ। জিরার পূর্ব দরে ধনে লইলাম। হঠাৎ মনে পড়িল, আজ ভন্তির জন্মদিন। 'পোস্ত হবে ভাই একটুখানি?' মোলায়েম প্রশ্নের বাজখাঁই জবাব আসিল, 'ঝাড়াই মাল পঁয়তাল্লিশ, চলবে?' 'ভাই সস্তার মাল কিছু নাই?' কর্মচারী হাসিল। বলিলাম, 'পঞ্চাশ গ্রাম সর্ষে, আড়াইশ নুন আর দশ পয়সার তেজপাতা।' বিডিও অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী নিকুঞ্জবাবুকে দেখিয়া জন্মদিনের ভিন্ন পরিকল্পনা কিলবিল করিয়া উঠিয়াছে। পাঁচদশ টাকা ঐ প্রতিবেশীর নিকট হাতের মংলা। মিঠা কথায় দশ টাকা ধারও মিলল। ফের মাছের বাজারে। ইলিশের আমদানি নাই। দুইটি তাজা খোকা ইলিশ চকচক করিতেছে। 'কত?' 'আজ্ঞে, তিরিশ!' খোকাও বোকা বানাইয়া দিল। বলি, 'পঁচিশ হয়ত একখানি তোল বাপ। দোকানি হাসিল, কিছু বলিল না। পাশ হইতে এক দশাসই ব্যক্তি ছোঁ মারিয়া মাছ দুইটি দাঁড়িতে চাপাইয়া দিলেন, দরও শুধাইলেন না। ফিরিয়া দেখি—ভুঁড়িতে লুঙ্গ আঁটিয়া ফটিক কনেষ্টবল। ফিরিয়া আসিলাম। নিরামিষ ভোজন স্বাস্থ্যপ্রদ। মুনিঋষিরা বলিয়াছেন। ভন্তিকে একখানি লালিপপ কিনিয়া দিব।

—রতন দাস

মহকুমা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৪ সেপ্টেম্বর স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে মহকুমা কংগ্রেস (ই) কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আবদুস সাত্তার। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক দিক নিয়ে সভায় বিস্তৃত আলোচনা হয়। বামফ্রন্টের ১১ বছরের রাজত্বে মহকুমার কংগ্রেস কর্মীদের খুনের এক তালিকা প্রকাশ করা হয়। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে বলে উপস্থিত প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেন। বাস ধর্মঘট, ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করেও সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হন।

পুরসভা দলের স্বার্থে কাজ করছে

ধুলিয়ান : গত ২৬ আগষ্ট স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লক এখানকার পুরসভার পুরপতির কাছে তাঁর পরিচালিত পুর বোর্ড দলের স্বার্থে নানান দুর্নীতি করছে বলে অভিযোগ তোলেন। এক জনসভায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক সিংহ বলেন, বর্তমান পুরবোর্ড দুর্নীতি ও অযোগ্যতার যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। পুরপতি নিজের ও দলের পেটোয়া লোককে তাঁদের খেয়াল খুশিমত কাজের সুযোগ করে দিচ্ছেন। বিরোধীদের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলেছেন। ইউসুফ হোসেনও পুরপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির নির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বি, জে, পির পক্ষ থেকে এই পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে এক প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে।

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিবস সারা ভারতের সাথে এখানেও শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বাড়ালা আর ডি সেন এবং রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে সকালে ও উচ্চ বিদ্যালয়ে বিকালে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ঐ অনুষ্ঠানে মাধ্যমিকের এ্যাঃ ইন্সপেক্টার অফ স্কুলসের উদ্যোগে শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে, নন্দদুলাল ঘোষাল, নন্দকুমার চৌধুরী, সুধীরকুমার ঘোষাল, নৃপেন দাস, ঈশা খাঁ এবং নিমতিতা স্কুলের জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের সুনীলকুমার মুখার্জীকে সুশিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পঠনপাঠন বিষয়ে মহকুমার দুটি স্কুল জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়কে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনোনীত করা হয়।

চোলাই মদের ব্যবসা চললেও পুলিশ নির্বিকার

নিমতিতা : স্থানীয় রেজিষ্ট্রী অফিস প্রাঙ্গণে দিন দুপুরে চোলাই মদ বিক্রি হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। মদের ছড়াছড়িতে অশান্ত পরিবেশ গড়ে উঠায় শান্তিপ্রিয় মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এখানে চা মিষ্টি ও ওষুধের দোকানে প্রকাশ্যে চোলাই মদ কেনাবেচা চলছে জোরকদমে। বেশ কিছুদিন পূর্বে সুতী থানার পুলিশ বেআইনী মদ রাখার অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তাদের কিছুই হয় না। এর পর থেকে পুলিশকেও আর আসতে দেখা যায় না। ব্যবসাও বেশ রমরমা। সাধারণ মানুষের অভিযোগ পুলিশ ও চোরাই চালানকারীদের মধ্যে একটা আপসরফা হয়ে গেছে।

রক্ষকরাই ভক্ষক হয়ে বন প্রকল্প নষ্ট করছে

সাগরদীঘি : এই ব্লকের মনিগ্রাম বন প্রকল্প রক্ষকদের অবহেলায় নষ্ট হতে চলেছে। খবরে প্রকাশ, সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে যেখানে বন প্রকল্পে গাছ গজিয়ে উঠেছে সেখানেই গোয়ালরা গরু চরাচ্ছে। ফলে ছোট ছোট চারাগাছগুলো নষ্ট হচ্ছে। এ-দিকে আশেপাশের গ্রামের লোকে প্রায় সব চারাগাছগুলো এমন কি বড় গাছগুলোকে জ্বালানীর জন্য কেটে নিচ্ছে। রক্ষকরা চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। এ সম্বন্ধে গোয়ালাদের জিজ্ঞেস করলে তারা গরু পিছু দশ টাকা করে বন রক্ষককে দিয়ে তবেই গরু চরায় বলে জানায়।

সংস্কৃত পণ্ডিতের সাম্মানিক লাভ

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় বালিঘাটা ভগবানচন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক কালীকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ ১৯৮৮ সালের পঃ বঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক কলকাতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মানিত হন। তাঁকে ১২০০ টাকা অনুদান প্রদান করে সরকার থেকে সম্মানিত করা হয়। ১৯৮৭ তেও সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় সুদীর্ঘ ৯৮ বৎসর বয়সেও সুস্থ ও সবল আছেন। উল্লেখ্য, তিনি বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ে ও রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে বহু বৎসর সংস্কৃত শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন।

কম খরচে ফলবে সোনা
মোতি সারের নেই তুলনা

'মোতি' সারে আছে সব ধরনের ফসলের প্রধান খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন ফসলকে শুধু সুস্থ ও সবল করে না, ফলনও বাড়ায় প্রচুর। 'মোতি' সারে আছে ৪৬ শতাংশ নাইট্রোজেন। 'মোতি' মুক্তোর মতই ঝকঝকে ও দানাদার।

'মোতি' সার কেন সবচেয়ে ভালো

- অন্যান্য নাইট্রোজেন যুক্ত সারের তুলনায় 'মোতি' সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। ফলে 'মোতি' সার পরিমাণে লাগে কম এবং খরচ বাঁচায়।
- 'মোতি' সার জলে গুলে কিংবা এমনি ছড়িয়েও ব্যবহার করা যায়।
- সার প্রয়োগের আগে দরকার আপনার জমির মাটি পরীক্ষা।

'মোতি' সারের উৎপাদক হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজারের কৃষি ও বিপণন কর্মীদের মাধ্যমে বিনা খরচে আপনার জমির মাটি পরীক্ষা করে তাঁদের সুপারিশ মত সার প্রয়োগ করুন। এতে আপনার জমির গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকবে, আপনার কষ্টার্জিত পয়সারও হবে পূর্ণ সাশ্রয়। চাষবাসের ব্যাপারে যে কোন সহায়তা এবং 'মোতি' সারের চাহিদার জন্য আপনার নিকটস্থ এইচ· এফ· সি দপ্তর অথবা ডিলারদের সঙ্গে আজই যোগাযোগ করুন। 'মোতি' সার ব্যবহার করুন। ফলন বাড়ান, আপনার সমৃদ্ধিও আপনিই বাড়বে।

হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ বিপণন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক অফিস : আর· পি· টি· আই বিল্ডিং, দুর্গাপুর-৭১৩২১২

এরিয়া অফিস : বহরমপুর-২৬/১৫, শহীদ সূর্য সেন রোড, ডাকঘর : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ। মেদিনীপুর- ক্ষুদিরাম বসু রোড, ডাকঘর ও জেলা : মেদিনীপুর। শিলিগুড়ি-বিধান রোড, ডাকঘর : শিলিগুড়ি জেলা : দার্জিলিং। মালদহ-১২৩/বি, রামকৃষ্ণ পল্লী, মালদহ-৭৩২১১০। বর্ধমান- গোলাহাট রোড, শাঁখারী পুকুর, বর্ধমান-৩। কলকাতা-৩বি, ক্যামাক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, মৃত-৩

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জলে ডুবে মারা গেছে। বিধায়ক হবিবুর রহমান অভিযোগ করেন, ব্লকের কর্মীরা ও প্রশাসনিক কর্তারা ত্রাণ তো দূরের কথা, দুর্গত পরিবারদের কাছে গিয়ে কোন সান্ত্বনা বাণী দেবারও চেষ্টা করছেন না। শ্রীরহমান বলেন—গতবার যখন তাঁরা পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতায় ছিলেন, তখন সি পি এম দল তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কিন্তু এবছর তাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন অথচ বন্যার্তদের কোন রকম ত্রাণ ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আরোও জানা যায় ব্লক অফিসে এই দুর্যোগের সময়েও কর্মচারীরা সঠিক সময়ে অফিসে আসছেন না। মহকুমা শাসক হঠাৎ বেলা ১১টায় ব্লক অফিসে এসে অধিকাংশ চেয়ার ফাঁকা দেখে বিস্মিত হন। এমনকি রিলিফ ইন্সপেক্টার ও ক্যাশিয়ার সময়মত উপস্থিত না থাকায় সাহায্য বণ্টনও করা সম্ভব হয়নি। শ্রীরহমান অভিযোগ করেন জল বের করে দেবার পাম্পসেটটি বেশ কয়েক মাস ধরে অকেজো হয়ে ব্লক অফিসের গুদামে পড়ে রয়েছে। সেটি সারাবারও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় গত ২ সেপ্টেম্বর ওই ব্লকে সাহায্য বাবদ ২৪০টি ত্রিপল জি, আর, এর গম ১০৫ কুইঃ, ড্রাই ফুড ৩১ বস্তা, ব্লিচিং পাউডার ৩ ড্রাম, হ্যালোজেন ট্যাবলেট ৫০০০ এবং ১৭ টিন গুড় এসেছে। এন আর এ পি হেড থেকে ৬৮০ কুইঃ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘূর্ণি-ঝড় খাতের ৩২০ কুইঃ গম ডি এম বন্যা খাতে খরচ করার আদেশ দিয়েছেন। এদিকে ত্রাণ যৎ-সামান্য এসে পৌঁছানোর সাথে সাথে দলবাজির অভিযোগ উঠছে। সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের কং-গ্রেসী প্রধান সোনা মিঞা তাঁর মেমো নং ৩৮ (২) তাং ২-৯-৮৮ তে জেলা শাসককে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির রেজুলিউসন অনুযায়ী প্রধানকে বন্যা ত্রাণের সামগ্রীর রিসিভার করে ইমার-জেন্সি রিলিফ অফিসারের সহায়তায় সভ্যদের নিয়ে ত্রাণ বণ্টন করা হবে বলে নিয়ম। কিন্তু বি ডি ও তাঁকে কোন ত্রাণ বণ্টনের জন্য দেননি। এমনকি খেজুরতলার ৬৮টি বাড়ী জলের তলায় এই রিপোর্ট দেওয়া হলেও তাঁকে বিলির জন্য একটি ত্রিপলও দেওয়া হয়নি।

কলেজের সঙ্কট কাটলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালন কমিটি ও অধ্যাপকেরা মর্নিং শিফট চালুর সিদ্ধান্তে সম্মত হন ও ছাত্র ভর্ত্তির সঙ্কট দূর হয়। কিন্তু নূতন করে সমস্যা দেখা দেয় সকালের শিফটে লেকচারার ইন চার্জ কে হবেন এই নিয়ে। অধ্যাপকদের মধ্যে কেউই এ পদ নিতে সম্মত হন না। কলেজের অধিকাংশ সিনিয়র অধ্যাপক রঘুনাথগঞ্জে বাস করেন। তাঁরা বলেন—সকালের শিফটে ইনচার্জ হতে গেলে তাঁদের চারবার যাতা-যাত করতে হবে, সেটা খুবই কষ্ট-কর। শেষতক অনেক আলাপ আলোচনার পর অজিত মুখার্জীকে সম্মত করানো হয়। তিনি সম্মত হওয়ায় ঐ সঙ্কটেরও সুরাহা হয়। সব মহলে স্বাস্তির ভাব ফিরে আসে। জঙ্গিপুর কলেজের এই সব সঙ্কট মোচনে অধ্যাপকদের মধ্যে কাশীনাথ ভকত, বিমলেন্দু দে, অজিত মুখার্জী, আশীষ রায় প্রভৃতি যে চেষ্টা চালান তা সত্যই প্রশংসাযোগ্য।

প্রশংসার দাবী রাখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোড়লী করে আসছিলেন তাঁরা কি করে তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখা যায় তার চেষ্টায় রত রয়ে-ছেন। সে কারণেই এস ডি এম ও-র শুভ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে এখনও গলদ রয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় হাসপাতালে রক্ত, প্রস্রাব প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য কোন প্যাথোলজিষ্ট নেই। ল্যাবরেটারী এ্যাসিষ্ট্যান্টরাই সব কিছু করছেন। নিজেদের স্বার্থে তাঁরা অন্য কোন ডাক্তারকেও নাকি প্যাথোলজিষ্টের কাজ করতে দিচ্ছেন না। এবং প্যাথোলজিষ্টের সহি নিজেরাই করে সার্টিফিকেট ইস্যু করছেন। এটা কতখানি আইনানুগ তা আমরা এস ডি এম ও-কে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ডাক্তার নার্সদের মধ্যে দলাদলি যে কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলেই বুঝতে পারেন। এসব সামান্য দোষ ত্রুটি যদি দূর হয় তাহলেই হাসপাতাল সম্বন্ধে নাগরিকদের আস্থা বাড়বে। আমরা আশা করি এস ডি এম ও যদি সব চাপকে পাশ কাটিয়ে নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারেন তবে হাসপাতাল-টি সমস্ত মানুষের প্রাণের জিনিষ হয়ে উঠবে।

সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেলসম্যানের ন্যায্য প্রাপ্য ২৪ মাসের বেতন দেননি। এ আর সি এস সম্পাদক ও ম্যানেজারকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে ম্যানে-জারের বেতন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত না নিলে বেশী যে বেতন আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তা সমিতির ওভার ডিউ খাতে দেখান হবে। এত-সত্ত্বেও সমিতি সে সব আদেশ অগ্রাহ্য করার সাহস পাচ্ছেন কোথা থেকে সেটাই রহস্যজনক। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সম্পাদক ফজলুর রহমান একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি এক-যোগে গান্ধীনগর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক, সমসেরগঞ্জ মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যান, ধুলিয়ান কনজুমার্সের সম্পাদক, কাঞ্চন-তলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান। তিনি সে কারণেই সরকারী আমলাদের মানুষ বলেই মনে করেন না। এবং নিজের খেয়াল খুশিমত কাজ করতে সাহস পান।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।
যোগাযোগ—
শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী
প্রযত্নে বিশ্বপাত চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।